পরিশিষ্ট 'ঘ'

আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী, মার্চ, ১৯৭১

১

শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সপ্তাহব্যাপী অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন (২রা মার্চ থেকে যা শুরু হয়েছিলো)। এ আন্দোলন 'অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর'—এই উদ্দেশ্যগুলি সাধন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ ছিলো এই :

(১) কর না দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

(২) সমগ্র বাংলা দেশের সেক্রেটারিয়েট, সরকারী এবং আধা-সরকারী দপ্তরগুলি, হাই কোর্ট ও অন্যান্য আদালতগুলিও ধর্মঘট পালন করবে। এর কোন ব্যতিক্রম হলে তা মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে।

(৩) রেল এবং বন্দরগুলি কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ হতে পারে এমন এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্য রেল অথবা বন্দর ব্যবহার করা হয়, তাহলে রেল কর্মচারী এবং বন্দর শ্রমিকরা সহযোগিতা করবে না।

(৪) রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি আমাদের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেবে এবং গণ আন্দোলনের সংবাদ কিছুই গোপন করবে না। এটা যদি পালন করা না হয়, তাহলে ধরা হবে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত বাংগালীরা কোন রকম সহযোগিতা করছে না।

(৫) কেবল মাত্র স্থানীয় এবং আন্তঃ-জেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।

(৬) সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকবে।

(৭) ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা অন্য কিছুর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাবে না।

(৮) প্রতিদিন সব ভবনগুলির উপরই কালো পতাকা উড়ানো হবে।

(৯) অন্য সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলো; কিন্তু পরিস্থিতি যুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান ঘোষণা করা যেতে পারে।

(১০) প্রতিটি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলার স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

২

১৯৭১ সালের ৮ই মার্চ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ "শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশাবলীর ব্যতিক্রম এবং ব্যাখ্যা" নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণা করেন :

(১) সকাল ৯টা থেকে ১২টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার চালাবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি খোলা থাকবে, আর ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক কাজকর্ম চলবে ৩টা পর্যন্ত। ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র টাকা জমা নেওয়া ও বাংলা দেশের মধ্যে আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে নগদ লেনদেন করার জন্য খোলা থাকবে।

(ক) আগের সপ্তাহের মতো বেতন ও মজুরী দান করা হবে।

(খ) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজন ১০০০ পর্যন্ত টাকা উঠানো চলবে।

(গ) কল-কারখানা চালাবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প কাঁচা-মাল ক্রয় করার জন্য অর্থের লেন-দেন করা চলবে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চিনির কলের জন্য ইক্ষু এবং পাট কলের জন্য পাট প্রভৃতি।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বাংলা দেশের বাইরে টাকা পাঠানো চলবে না

(২) উপরে উল্লেখিত ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে না।

(৩) ইপিওয়াপদা—বিজলী সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলি শুধ খোলা থাকবে।

(৪) খাদ্য সরবরাহ এবং পাওয়ার পাম্পগুলিতে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইপিওয়াপদার প্রয়োজনীয় বিভাগগুলি খোলা থাকবে।

(৫) ইট খোলায় করলা সরবরাহ চালু থাকবে এবং পাট ও ধান বীজ বিতরণও চলতে থাকবে।

(৬) খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের চলাচল অব্যাহত রাখা হবে।

(৭) উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে চালান পাশ করার জন্য ট্রেজারী এবং এ. ডি. অফিস খোলা থাকবে।

(৮) ঘূর্ণি-উপদ্রুত এলাকার সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজ চলতে থাকবে।

(৯) বাংলা দেশের মধ্যে চিঠি, টেলিগ্রাফ ও মনিঅর্ডার পাঠানোর উদ্দেশ্যে ডাক ও তার বিভাগগুলো খোলা থাকবে, তবে বাংলা দেশের বাইরে প্রেস-টেলিগ্রাফ পাঠানো চলতে পারে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কও খোলা থাকবে।

(১০) পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন সারা বাংলা দেশে কাজ করতে থাকবে।

(১১) পানি ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

(১২) স্বাস্থ্য সার্ভিস চালু থাকবে।

(১৩) আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব ভার পুলিশের উপর থাকবে। যদি দরকার হয় তারা আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নেবে।

(১৪) যাদের মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে, তারা ছাড়া আধা-সরকারী সংস্থাগুলো হরতাল পালন করে যাবে।

(১৫) পূর্ব-সপ্তাহে যে সমস্ত ব্যতিক্রম মঞ্জুর করা হয়েছে, তা বলবৎ থাকবে।

৩

১৯৭১ সালের ১৪ই মার্চ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান সব নির্দেশাবলী বাতিল করে দিলেন। তিনি বললেন, "১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে কার্যসূচীটা নির্দেশের আকারে নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো। আগের সব নির্দেশ, ব্যতিক্রম ও ব্যাখ্যাগুলোকে বাতিল করে দিয়ে নীচের নির্দেশাবলী জারী করা হলো।

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

১নং নির্দেশ : বাংলা দেশের সেক্রেটারীয়েট, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারী ও আধা-সরকারী দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট ও অন্যান্য সকল আদালতগুলি হরতাল পালন করবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২নং নির্দেশ : বাংলা দেশের সমুদয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

আইন ও শৃংখলা রক্ষা

৩নং নির্দেশ : (ক) ডেপুটি কমিশনার এবং মহকুমা হাকিমরাসহ কোন অফিস না খুলেই তাঁদের আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্বভার পালন করবেন। এছাড়া নির্দেশে বর্ণিত অন্যান্য কর্তব্যও পালন করে যাবেন। উন্নয়ন কার্যও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাদের কর্তব্য ও কার্যভার পালনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ স্তরে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এবং সহযোগিতা রেখে কাজ চালাবেন।

(খ) পুলিশ আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বভার পালন করবে। প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য তারা নিতে পারে।

(গ) জেল কর্মীরা এবং জেলের দপ্তরগুলো কাজ করে যাবে।

(ঘ) আনসাররা তাদের কর্তব্য পালন করে যাবে।

সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীণ বন্দরসমূহ

৪নং নির্দেশ : বন্দর কর্তৃপক্ষ, জাহাজের পথ-প্রদর্শন করার দায়িত্ব পালন সহ ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যাবে। আগমনকারী ও বহির্গামী জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে যেটুকু দরকার, বন্দর কর্তৃপক্ষের দপ্তরের শুধু সেই বিভাগগুলোই কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু জনগণের দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে সেনাবাহিনী বা সরঞ্জামের একত্রীকরণের ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করবে না। জাহাজের মাল খালাসের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হবে। বিশেষ করে যে জাহাজগুলো বাংলা দেশের জনগণের জন্য খাদ্যশস্য নিয়ে আসবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর শুল্ক এবং মাল খালাস করার চার্জসমূহ আদায় করবেন। আভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

আমদানী

৫নং নির্দেশ : সব আমদানীকৃত মাল তাড়াতাড়ি খালাস করা হবে। কাইমস্ বিভাগের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কাজ চালিয়ে যাবে। যদি মালপত্রের প্রাপ্য কর ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড, এবং ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেডে খোলা বিশেষ একাউন্টে জমা দেওয়া হয় তাহলে কাইমস্ বিভাগ এসব মালপত্রের ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেবেন। এসব বিশেষ একাউন্ট কাইমস্ কালেক্টরগণ আওয়ামী লীগের প্রচারিত নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করবেন। এইভাবে আদায় কৃত কর কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা দেওয়া হবে না।

রেলওয়ে

৬নং নির্দেশ : রেল চালু থাকবে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের এমন সব বিভাগগুলো চালু থাকবে যেগুলো রেলওয়ের সংরক্ষণের জন্য জরুরী। কিন্তু জনগণের দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য সামরিক বাহিনী বা সরঞ্জামের একত্রীকরণের জন্য রেল বিভাগগুলো কোনরকম সহযোগিতা করবে না। বন্দর থেকে প্রদেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য ওয়াগান এর ব্যাপারে রেলওয়ে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেবে।

সড়ক পরিবহণ

৭নং নির্দেশ : বাংলা দেশের সর্বত্র ইষ্ট পাকিস্তান সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশান চালু থাকবে।

আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

৮নং নির্দেশ : আভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ইষ্ট পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশান, আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল এবং আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অত্যবশ্যকীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারীরা কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু জনগণের নির্যাতনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এমন সব সেনাবাহিনী এবং সরঞ্জামাদি আনা-নেয়ার জন্য কোনরূপ সহযোগিতা এরা করবেন না।

ডাক ও তার বিভাগ

৯নং নির্দেশ : বাংলা দেশের মধ্যে চিঠি, টেলিগ্রাম ও মনিঅর্ডার পাঠানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগের দপ্তরগুলো খোলা থাকবে। বিদেশে পাঠানো বিভিন্ন প্রকারের

চিঠি এবং টেলিগ্রামগুলো সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে পাঠানো চলবে। ২৫নং নির্দেশের অধীনে অনুমোদিত সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণের উদ্দেশ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক টেলি-প্রিন্টার চ্যানেল সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি—এই চারদিন বেলা ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘন্টার জন্য খোলা থাকবে। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রেস টেলিগ্রামগুলো পাঠানো চলবে।

টেলিফোন

১০নং নির্দেশ: বাংলা দেশের মধ্যে শুধু স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলি-ফোনগুলো কাজ করবে। টেলিফোন ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়ো-জনীয় বিভাগগুলো চালু থাকবে।

রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র

১১নং নির্দেশ: রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলো কাজ করে যাবে এবং তারা সব বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ ও গণ আন্দোলনের সকল সংবাদ দেবে। তা না হলে ধরে নেওয়া হবে যে এইসব প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছেন, তারা কোনরকম সহযোগিতা করছেন না।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

১২নং নির্দেশ: জেল, হাসপাতাল, যক্ষা ক্লিনিক এবং কলেরা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সহ সকল হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সার্ভিসগুলো কাজ করবে। কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ষ্টোরস্ খোলা থাকবে এবং শহর, মহকুমা ও গ্রামের হাসপাতালগুলো এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ চালু রাখা হবে।

বিজলী সরবরাহ

১৩নং নির্দেশ বিজলী সরবরাহ এবং তার সাথে জড়িত মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের কাজ চালাবার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো চালু থাকবে।

পানি ও গ্যাস সরবরাহ

১৪নং নির্দেশ: পানি ও গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এর মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলোও কাজ করে যাবে।

কয়লা সরবরাহ

১৫নং নির্দেশ: ইটখোলায় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

খাদ্য সরবরাহ

১৬নং নির্দেশ: সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমদানী বিতরণ, গুদামজাত করা এবং খাদ্যশস্যের চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়াগান, বজরা ও ট্রাক দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

কৃষি কাজ

১৭নং নির্দেশ: (ক) ধান ও পাট বীজ, খাদ ও কীটনাশক ঔষধের সংগ্রহ, স্থানান্তরিত করা এবং বিতরণ অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার, চাল গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং তার প্রজেক্টগুলোও কাজ চালিয়ে যাবে।

(খ) প্রয়োজনীয় তেল, জ্বালানী ও যন্ত্রপাতিসহ পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম স্থানান্তরিত এবং বিতরণ করা অব্যাহত থাকবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট মেরামত ও সংরক্ষণ বিভাগও চালু থাকবে।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং তাদের অনুমোদিত এজেন্সীগুলো থানা কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সব কো-অপারেটিভ সংস্থাগুলো কৃষি ঋণ দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখবে।

(ঘ) নলকূপ বসানো ও চালু করা এবং খালসহ অন্যান্য সেচ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো এখানে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো সাধারনের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে পারে৷

(চ) ঘূর্ণি-উপদ্রুত এলাকায় সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষকদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঋণ দান চলতে থাকবে।

(ছ) গুদামজাত করার উদ্দেশ্যে আলু কেনার জন্য পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি অর্থ মঞ্জুর করবেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

১৮নং নির্দেশ: ড্রেজার ও যান্ত্রিক যন্ত্রপাতির চালু ও মেরামত, মাল খালাস ও স্থানান্তরিত করা ও সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাজকর্মসহ পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদা ও অন্যান্য এজেন্সীর ব্যাপক বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শহর সংরক্ষণ এবং পানি উন্নয়ন কার্যক্রম পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাওয়া হবে। কন্ট্রাক্টরদের সরকারী এজেন্সী অথবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যথাযথ টাকা দেবে।

উন্নয়ন এবং নির্মাণ কাজ

১৯নং নির্দেশ: বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত সড়ক ও সেতু নির্মাণ পরিকল্পনাসহ সরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং আধা-সরকারী এজেন্সীগুলোর অধীন সব উন্নয়ন

ও নির্মাণ কাজ পুরোদমে করে যেতে হবে। কন্ট্রাক্টরদের সরকারী এজেন্সী অথবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যথাযথ টাকা দেবেন। কন্ট্রাক্ট অনুসারে কন্ট্রাক্টরদের গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করার কথা। এই সরবরাহ ঠিক মতো করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারী এজেন্সী বা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর।

সাহায্য ও পুনর্বাসন

২০নং নির্দেশ: ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত এলাকায় বাঁধ নির্মাণ এবং উন্নয়নের কাজসহ সকল সাহায্য পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো কন্ট্রাক্টরদের যথাযথ টাকা দেবে।

ইপিআইডিসি ও ইপসিক্ কারখানা এবং ইষ্টার্ণ রিফাইনারী

২১নং নির্দেশ: ইপিআইডিসি এবং ইপসিকের সব কারখানাগুলো খোলা থাকবে এবং উৎপাদন সর্বাধিক পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করবে। ইপিআইডিসির যেসব শাখাকে কারখানা চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে হয় সেগুলোও কাজ চালিয়ে যাবে। তেমনি ইষ্টার্ণ রিফাইনারীও নিজেদের কাজ অব্যাহত রাখবে।

মজুরী প্রদান

২২নং নির্দেশ: সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী ও শ্রমিক এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দৈনিক, সাপ্তাহিক পাক্ষিক বা মাসিক, যে-কোন ভিত্তিতেই দেওয়ার কথা থাক না কেনো, তাদের বেতন ও মজুরী যখন প্রাপ্য হবে তখনই দেওয়া হবে। বন্যা-রিলিফ সংক্রান্ত আগাম টাকা যেসব ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে, সেগুলো এবং বকেয়া বেতন-কড়ি সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পরিশোধ করা হবে। সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতি-ষ্ঠানের যেসব শাখার উপর বেতনের বিল তৈরী এবং বেতন পরিশোধের কাজ ন্যস্ত, সেগুলোই চালু থাকবে।'

পেন্‌শান ভোগী

২৩নং নির্দেশ: প্রাক্তন সৈনিকসহ সব পেন্‌শানভোগীকে নির্ধারিত দিনে তাদের পেন্‌শান দিয়ে দেওয়া হবে।

এজি (ইপি) ও ট্রেজারী

২৪নং নির্দেশ: এই সব নির্দেশে ছিলো বেতনের বিল এবং টাকা পয়সা লেন-দেনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়ে নামমাত্র সংখ্যক কর্মচারীকে কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দান।

ব্যাঙ্ক

২৫নং নির্দেশ: (ক) ব্যাঙ্কগুলো তাদের ব্যাঙ্কের কাজ চালাবার জন্য সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং তাদের প্রশাসনিক কাজের জন্যে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখবে (স্বাভাবিক সময় পালন)। কিন্তু শুক্র ও শনিবারে ব্যাঙ্কগুলো তাদের কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের জন্য হিসাবনিকাশ ও অন্যান্য সাধারণ কার্যবিধিগুলো পালন করে যেতে হবে।

(খ) ব্যাঙ্ক-সমূহ তাদের কাজ চালিয়ে যাবে। তারা যেকোন পরিমাণ অর্থ জমা নিতে পারবে, বাংলা দেশের অভ্যন্তরে আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্সের কোন সীমারেখা থাকবে না। বাংলা দেশের অভ্যন্তরে আন্তঃ-ব্যাঙ্ক লেন-দেন চলবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তার বা ডাক যোগে প্রেরিত অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। নিম্নলিখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নগদ লেনদেন চালাতে পারবে।

(১) বেতন ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলো মানতে হবে। চেকের সঙ্গে সব বেতন-বিল অথবা পারিশ্রমিক রেজিষ্ট্রার পেশ করতে হবে। বেতন বিলের সংশ্লিষ্ট কর্মী সংস্থার প্রতিনিধির অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(২) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কারনে সপ্তাহে ১ হাজার টাকা তোলা যাবে।

(৩) চিনির কলের জন্যে ইক্ষু এবং পাট কলের জন্য পাট প্রভৃতি শিল্প-কাঁচা-মাল ক্রয় করার জন্য অর্থ দেওয়া হবে।

(৪) বাংলা দেশে ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কেবলমাত্র বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে। এই টাকা নগদ বা নগদ ড্রাফ্‌টে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উল্লেখিত ৩ ও ৪ বিধান মোতাবেক টাকা দেওয়ার আগে ব্যাঙ্কে আগের কাগজপত্র দেখে নিশ্চিন্ত হতে হবে যে অর্থগ্রহণকারী সত্যিই কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা একজন ব্যবসায়ী। তাছাড়া দেখতে হবে যে টাকা তোলা হচ্ছে তা যেনো গত এক বছরের সাপ্তাহিক গড়পরতা তোলা টাকার বেশী না হয়।

(৫) শিল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কাজে যেসব কন্ট্রাক্টর নিয়োজিত এবং যাদের গৃহনির্মাণের জিনিসপত্র ও সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য টাকা তুলতে হয় তাদের ক্ষেত্রে চেকের সঙ্গে এই মর্মে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এক সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে যে, উক্ত ব্যক্তি যে টাকা তুলতে চেয়েছেন তা উপরে বর্ণিত কাজের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে।

(গ) ক্রস চেক ও ক্রস ডিমাণ্ড ড্রাফ্‌টের বেলায় কোন বিধি নিষেধ নেই এবং বাংলা দেশের যে কোন ব্যাঙ্ক তা ইস্যু করতে পারবে এবং তা যে কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া যাবে।

(ঘ) ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং পাকিস্তান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বাংলা দেশের যে কোন জায়গায় টাকাকড়ির টেলিগ্রাফ ট্রান্সফার চালু রাখতে পারবে তবে এধরনের লেন-দেন ঢাকার মাধ্যমে করতে হবে। যে সব ব্যাঙ্কের শাখা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের ঢাকাস্থ ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় জমা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত টাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) 'ঘ' এ বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য আন্তঃ-আঞ্চলিক টেলিফোন চ্যানেল নিম্নোক্ত কারণে সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকতে পারবে।

(১) সোমবার এবং বুধবার টাকা সংগ্রহের জন্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলো বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত একবার খবর পাঠাতে পারবে।

(২) মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে প্রতিটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এই মর্মে খবর গ্রহণ করতে পারবেন যে প্রয়োজনীয় টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(চ) বাংলা দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য চালু টেলিপ্রিন্টারের কাজ অব্যাহত থাকবে।

(ছ) বাংলা দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিলসমূহ আদায়ের কাজ চলতে দেওয়া হবে তবে এসব ক্ষেত্রে ক্রস চেক বা ড্রাফ্‌টযোগে পাওনা মেটাতে হবে।

(জ) বৈদেশিক ট্রাভেলারস চেক ভাঙ্গাবার দায়িত্ব কেবল অনুমোদিত ডিলারদের উপরই ন্যস্ত থাকবে।

(ঝ) কূটনৈতিক মিশনের লোকেরা অবাধে তাদের একাউন্ট চালু রাখতে পারবেন এবং বৈদেশিক নাগরিকরা তাদের বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট এবং বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত টাকা পয়সার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন।

(ঞ) লকার ব্যবস্থা চালু রাখতে দেয়া হবে না।

(ট) ষ্টেট ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলা দেশের বাইরে টাকা পয়সা পাঠানো চলবে না।

(ঠ) বিদেশ থেকে আমদানীর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্সের বিনিময়ে ঋণ-পত্র খোলা যাবে (বোনাস ভাউচার জমা দিয়ে যে লাইসেন্স পাওয়া যায় তাও এর অন্তর্ভুক্ত)

(ড) বার্টার ডকুমেন্ট সংক্রান্ত (যেসব ক্ষেত্রে মাল ইতিমধ্যে জাহাজ বোঝাই করা হয়েছে) পাওনা শোধ করতে হবে।

(ঢ) যেসব রপ্তানী ঋণ পরিশোধিত হয়নি, সেগুলো ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। তবে এসব ব্যাঙ্কে এতদসংক্রান্ত সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মেনে চলতে হবে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক

২৬নং নির্দেশ: অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির মতো ষ্টেট ব্যাঙ্কও ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার ও দপ্তরের প্রশাসনিক কাজের একই সময় পালন করবে। উপরে উল্লেখিত বিধিনিষেধ-গুলো যথারীতি পালন করা হচ্ছে কি না সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ষ্টেট ব্যাঙ্ক করবে। 'পি' ফর্ম দেওয়া যেতে পারে এবং ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্যে বিদেশে সব অনুমোদিত অর্থ প্রেরণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

আমদানী ও রপ্তানীর কন্ট্রোলার

২৭নং নির্দেশ: বাংলা দেশে মালপত্র আমদানীর জন্যে আমদানীর লাইসেন্স ইস্যু ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে আমদানী ও রপ্তানী কন্টোলারের অফিস চালু থাকবে।

ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী বিমান সংস্থা

২৮নং নির্দেশ: সব ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী বিমান সংস্থার অফিস চালু থাকতে পারে। তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলা দেশের মধ্যে কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস

২৯নং নির্দেশ: বাংলা দেশের সর্বত্র সব অগ্নিনির্বাপক সার্ভিস চালু থাকবে।

পৌরসভা

৩০নং নির্দেশ: ধাঙ্গরের ট্রাক, রাস্তার বাতি, ঝাড় দেওয়ার কাজ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ও নিকাশন সার্ভিস পরিচালনার উদ্দেশ্যে পৌরসভাগুলোর প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

কর বন্ধ অভিযান

৩১নং নির্দেশ: (ক) পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত:

(১) কোন ভূমিরাজস্ব আদায় করা হবে না।

(২) বাংলা দেশে উৎপাদিত লবণের উপর শুল্ক আদায় করা হবে না।

(৩) বাংলা দেশে উৎপাদিত তৈরী তামাকের উপর কোন কর আদায় করা হবে না।

(৪) তাঁতীরা কোন শুল্ক ছাড়াই সুতা কিনতে পারবে—এবং কারখানা ও ডিলাররা শুল্কবিহীন মূল্যে সুতা বিক্রি করবে।

(খ) উপরের বিষয়গুলোর সাপেক্ষে প্রমোদ কর, হাটবাজার, সেতু ও পুকুর শুল্ক সব প্রাদেশিক কর আদায় করা হবে এবং বাংলা দেশ সরকারের একাউণ্টে জমা দেওয়া হবে।

(গ) শুল্কসহ সব স্থানীয় কর দিতে হবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার এতোদিন কাষ্টমস্ ডিউটি, আবগারী শুল্ক, বিক্রয় করসহ যে সকল অপ্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় কর আদায় করতো, সেগুলো এখন থেকে কর আদায়কারী এজেন্সীরা সংগ্রহ করবে। কিন্তু সেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের একাউন্টে জমা দেওয়া হবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর বা পাঠানো চলবে না। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডের 'স্পেশাল একাউন্টে' জমা করতে হবে। এসব ব্যাঙ্ক এ ব্যাপারে তাদের কাছে ইস্যু করা নির্দেশগুলো মেনে চলবেন। সব আদায়কারী এজেন্সী এসব নির্দেশ এবং মাঝে মাঝে ইস্যু করা যেতে পারে এমন অন্য সব নির্দেশ বাস্তবায়িত করবেন।

(ঙ) পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় করসমূহ যেমন, আয়-কর, আদায় করা হবে না।

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন ও বীমা কোম্পানীসমূহ

৩২নং নির্দেশ: পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে। পোষ্টাল জীবন-বীমাসহ অন্যসব বীমা কোম্পানীও চালু থাকবে।

বেসরকারী বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট

৩৩নং নির্দেশ: সব বেসরকারী বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে চালু থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজের সময় খোলা থাকবে।

কালো পতাকা

৩৪নং নির্দেশ: সব গৃহ-শীর্ষে কালো পতাকা উড্ডীন থাকবে।

সংগ্রাম পরিষদ

৩৫নং নির্দেশ: সংগ্রাম পরিষদসমূহ সব পর্যায়ে জোরেসোরে তাদের কাজ চালিয়ে যাবে এবং এসব নির্দেশও মাঝে মাঝে ইস্যু করা যেতে পারে এমন অন্য সব নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪

১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ আওয়ামী লীগ নিম্নলিখিত "ব্যাখ্যাগুলো" ইস্যু করেন।

সাধারণ

(ক) ইস্যু-কৃত নির্দেশাবলীর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সিমেন্ট, চটের থলি এবং রিলিফ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সাপ্লাই ও ইন্সপেকশান ডিরেক্টরেটের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কাজ চালিয়ে যাবে।

(খ) ইস্যু-কৃত নির্দেশাবলীর বাস্তবায়নের জন্য কাষ্টমস্ ও আবগারী বিভাগ এবং এধরনের অন্যান্য এজেন্সীগুলোর কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ জায়গায় কাজে যোগ দেবে।

সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা

৪নং নির্দেশ: বৈদেশিক রপ্তানী ব্যাহত হতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে 'লেটার অব ক্রেডিট ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে কিন্তু রপ্তানী বিলগুলো সংগ্রহ করা হবে ২৫ নং নির্দেশের "চ" ধারা অনুসারে।

৫নং নির্দেশ: আকাশপথে এবং বৈদেশিক ডাকের মাধ্যমে আমদানী কৃত জিনিসগুলো খালাস করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কাষ্টমস্ বিভাগের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় এজেন্সীগুলো কাজ চালিয়ে যাবে।

১৬নং নির্দেশ: খাদ্যশস্য দ্রুত অপসারণের জন্য 'সেড্' না পাওয়া গেলে, উন্মুক্ত জেটিতে সেগুলো রাখা চলবে।

১৯নং নির্দেশ: সড়ক সংরক্ষণের কাজ চালু থাকবে।

২০নং নির্দেশ: ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফের সাহায্যদ্রব্য পৌঁছানোর জন্য যে পরিবহণ সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয়েছিলো, তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাবে।

২৫নং নির্দেশ: ব্যাঙ্কসমূহ শুধু বংলা দেশের অন্তর্গত পার্টির পক্ষে এমন ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ও 'ইন্ডেমনিটি বণ্ড' ইস্যু করতে পারবে, যা শুধু বাংলা দেশের মধ্যেই চালানো যাবে।

৩১নং নির্দেশ: প্রাদেশিক করগুলো আগের মতোই দিতে হবে। কাষ্টমস্ ডিউটি, আবগারী কর এবং বিক্রয় করের মত কেন্দ্রীয় পরোক্ষ করগুলির জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

(ক) কাষ্টমস্ ও আবগারী বা অন্যান্য কর কর্তৃপক্ষগণ যে কর ধার্য করেছেন, করদাতাকে সেই ধার্যকৃত কর বা ডিউটি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডের বিশেষ একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(খ) উপরে উল্লেখিত কাজের জন্য কাষ্টমস্ ও আবগারী বিভাগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় এজেন্সীসমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো কাজ চালিয়ে যাবে।

৫

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ, 'স্বাধীন বাংলা দেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' ৪ জন সদস্য যুক্ত এক বিবৃতিতে "বাংলা দেশের বাইরে ধনসম্পদ চলে যাওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, ১৯৭১ সালের ৮ই মার্চ শহরের বিভিন্ন অংশে যে তল্লাশী ফাঁড়ি বসানো হয়েছিলো, ১৫ই মার্চ থেকে তা উঠিয়ে নেওয়া হলো" বলে ঘোষণা করেন। "যান-বাহন চলাচল এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্যে"

তল্লাসী ঝাঁড়ি স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণাকালে স্বাক্ষর-দাতাগণ বলেন যে "কিছু সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা গাড়ী নিয়ে এখনও বিভিন্ন বাড়ীতে হামলা চালাচ্ছে এবং সংগ্রাম পরিষদের নামে জোরজবরদস্তি করে অর্থ সংগ্রহ করছে।" এই বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন, তাঁরা হচ্ছেন জনাব নূর-ই-আলম সিদ্দিকী, জনাব শাহজাহান সিরাজ, জনাব আবদুর রব এবং জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন।

পরিশিষ্ট 'ঙ'

আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র

ঢাকা মার্চ, ১৯৭১

যেহেতু, ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে আমি, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, এইচ. পিকে., এইচ. জে., প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হিসেবে সব ক্ষমতা আমার হাতে নিয়েছি এবং এর ফলে আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি;

যেহেতু, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে;

যেহেতু, পাকিস্তানের জন্যে অবিলম্বে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর সহায়ক যথাযথ পরিবেশ দেশে সৃষ্টি করার জন্যে এভাবে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা আবশ্যক;

এবং যেহেতু সামরিক আইন তৎপরতা প্রত্যাহার করা যেতে পারে;

অতএব, আমি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, এইচ. পিকে., এইচ. জে., ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের ঘোষণা একটি প্রদেশে সে দিন থেকে বাতিল করে যেদিন প্রাদেশিক গভর্ণর তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের শপথ নেবেন, এবং যে কোন অবস্থায়, এই ঘোষণার ৭ দিন পর পাকিস্তানের সর্বত্র তা বাতিল হয়ে যাবে।

১। এই ঘোষণা এবং এর অধীনে জারী করা অন্য কোন আদেশ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন কিছুর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী থাকবে।

২। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য কিংবা বিষয়বস্তুর পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে—

(ক) "কেন্দ্রের" মানে হচ্ছে প্রজাতন্ত্র;

(খ) "কেন্দ্রীয় সরকার" মানে প্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহক সরকার;

(গ) "কেন্দ্র প্রশাসিত এলাকার মানে হচ্ছে—১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ(ভংগ) আইন বর্ণিত এলাকাসমূহ;

(ঘ) "প্রারম্ভিক দিন" মানে যেদিন থেকে এই আদেশ কার্যকরী হয়;

(ঙ) "অন্তর্বর্তীকালীন সময়" শুরু হবে জাতীয় পরিষদ যেদিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শুরু সেদিন থেকে এবং শেষ হবে যে দিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ হয়ে যাবে।

(চ) "ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকার" মানে হচ্ছে—১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ (ভঙ্গ) আদেশ বর্ণিত এলাকা;

(ছ) "বিগত শাসনতন্ত্র" মানে ১৯৬২ সালের পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র।

(জ) "সামরিক আইন" মানে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের ঘোষণার দ্বারা জারীকৃত সামরিক আইন।

(ঝ) "সামরিক আইন কর্তৃপক্ষে" রয়েছেন—কোন সামরিক আইন বিধি বা সামরিক আইন আদেশের দ্বারা বা অধীনে এধরনের বিধি বা আদেশের অধীনে কোন কাজ করার জন্যে বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির সংস্থা কিংবা কোন আদালত;

(ঞ) "সামরিক আইন মেয়াদের" মানে হচ্ছে—১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে প্রারম্ভিক দিনের ঠিক আগের দিন পর্যন্ত।

(ট) "জাতীয় পরিষদের" মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের দু'নম্বর আদেশের অধীনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ;

(ঠ) "প্রেসিডেন্ট" মানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট;

(ড) "প্রজাতন্ত্র" মানে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র;

(ঢ) "সমরসূচী" মানে এই ঘোষণার সমরসূচী;

(ণ) "বাংলা দেশ রাজ্য" মানে প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত অঞ্চল;

(ত) "পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ" মানে প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত এলাকাসমূহ;

(থ) "রাজ্য পরিষদ" মানে কোন রাজ্যের পরিষদ;

(দ) "রাজ্য সরকার" মানে কোন রাজ্যের কার্যনির্বাহক সরকার;

(ধ) "রাজ্য আইন পরিষদ" মানে একটা রাজ্যের আইন পরিষদ,

৩। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে এই ঘোষণা থেকে কিংবা ঘোষণার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সব লোক ও আদালতসহ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বাতিল হয়ে যাবে।

৪। (ক) সব সামরিক আইন বিধি ও সামরিক আইন আদেশ এবং অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ এতদ্বারা বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) এই ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে সব চলতি আইন উপযুক্ত আইন পরিষদ কর্তৃক সংশোধন বা বাতিল না করা পর্যন্ত যতটা প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ বলবৎ থাকবে।

(গ) চলতি কোন আইনের ব্যবস্থাকে এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন ক্ষেত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট

এবংরাজ্য আইন ক্ষেত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গভর্ণর আদেশক্রমে তা উপযোগী করে নিতে পারেন। এই উপযোগীকরণ সংশোধন, সংযোজন বা বর্জনের আকারে হতে পারে—এর মধ্যে যেটা তিনি প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক মনে করেন। এভাবে তৈরী কোন আদেশে অন্য কোন রকম ব্যবস্থা না থাকলে তা 'প্রারম্ভিক দিন' থেকে কার্যকরী হবে কিংবা কার্যকরী বলে মনে করা হবে।

(ঘ) চলতি কোন আইন বলবৎ করার জন্যে প্রয়োজনীয় বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষ (গ) উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে তৈরী কোন আদেশ দ্বারা এধরনের আইনের সত্যিকার কোন উপযোগীকরণ না হওয়া সত্ত্বেও এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার জন্যে এধরনের প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ আইনের ব্যাখ্যা করবেন।

(ঙ) এই নিবন্ধে "চলতি আইন" মানে কোন আইন, অডিন্যান্স, আদেশ, নিয়ম, বিধি, উপবিধি, বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা বা প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের যে-কোন অংশে আইনের শক্তি ছিল বা অঞ্চল-বহির্ভূত বৈধতা ছিল।

৫। (ক) প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে কোন সামরিক আদালত কিংবা সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে অমীমাংসিত প্রত্যেকটি মামলা প্রারম্ভিক দিনে ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে এবং এই আদালত সাধারণ আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করতে পারবেন।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীনে কোন ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত কোন মামলার বেলায় এধরনের কোন মামলার বিচারে প্রযোজ্য প্রক্রিয়া অনুসারে সাধারণ আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করা হবে।

(গ) প্রারম্ভিক দিনের আগে কোন সামরিক আদালত কর্তৃক মীমাংসা করা হয়েছে ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে অথচ অনুমোদন বাকী রয়েছে এমন সব মামলা এবং এই দিন পর্যন্ত বাকী রয়েছে এমন সব পর্যালোচনা আবেদন ও দরখাস্ত যদি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর সংশ্লিষ্ট হয় তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান এবং বাংলা দেশ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের জি. ও. সি. প্রারম্ভিক দিনের পরে লেগুলো দেখবেন এবং মীমাংসা করবেন।

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কোন রায় বা দণ্ডে যদি মনে করেন যে, তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তবে তিনি এধরনের রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে কোন আবেদনপত্র পেশ না করে থাকলে তা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে আর বাংলা দেশ রাজ্য সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের জি.ও.সি-র কাছে পাঠানো যেতে পারে। এ ধরনের কোন আবেদনের বেলায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে কোন রকম শর্তসহ

কিংবা শর্ত ছাড়া কোন দণ্ডের ক্ষমা মঞ্জুর কিংবা মার্জনা, হ্রাস, মুলতুবদান কিংবা দণ্ড বাতিল করে দিতে পারেন।

(৪) এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে সামরিক আইন মেয়াদের সময় কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের দেয়া কোন দণ্ড আইনগতভাবে দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং তাদের দণ্ড মেয়াদ অনুযায়ী কার্যকরী হতে থাকবে।

(৫) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক কর্তৃপক্ষের দেয়া কারাদণ্ড যদি সামরিক আইন মেয়াদে কার্যকরী করা না হয়ে থাকে তবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে জেলায় পাওয়া যাবে সে জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানায় তা কার্যকরী করা যেতে পারে।

(৬) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের দেয়া জরিমানা দণ্ড যদি কার্যকরী না করা হয়ে থাকে তবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলায় থাকে সে জেলার জেলা-মেজিস্ট্রেট তা কার্যকরী করতে পারেন, যেন এটা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী বিধির (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) অধীনে তারই দেয়া জরিমানা দণ্ড। তবে উল্লেখিত আইনের ২৯ নম্বর পরিচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী এধরনের কোন দণ্ডের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

(৭) এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন লোক সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপারে যদি কিছু করে থাকেন কিংবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তবে তার বৈধতা বা যথার্থতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে পারবেন না।

(৮) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কার্য সম্পাদনকারী কোন লোক সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপারে যদি কিছু করে থাকেন বা করেছেন বলে বুঝানো হয়ে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কোনরকম মামলা গ্রহণ করবেন না।

৬। অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ (প্রেসিডেন্টের ১৯৬৯ সালের ২ নম্বর আদেশ) বাতিল হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে, এবং এই ঘোষণাপত্র ও সময়সূচীর দ্বারা সে সব বর্জন, সংযোজন, উপযোগীকরণ ও সংশোধন করা হবে সেগুলো সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব পাকিস্তান বিগত শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসিত হবে।

৭। প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে যিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন প্রারম্ভিক দিন থেকেও তিনি প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান এবং পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব হাতে রাখবেন যতদিন পর্যন্ত না পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ দ্বারা প্রণীত একটা শাসনতন্ত্র অনুসারে একজন রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর তিনি যে নামেই পরিচিত হন না কেন।

৮। (১) অর্বর্তী কালীন সময়ে—

(ক) প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক প্রধান এবং ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে তিনি সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। প্রেসিডেন্ট বিগত শাসনতন্ত্রের দ্বারা কিংবা অধীনে কিংবা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা কিংবা অধীনে প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা রয়েছে তা তিনি কার্যকরী করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট এসব কাজ-কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেয়ার জন্যে যতজন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রয়োজন মনে করেন ততজন তিনি নিয়োগ করতে পারবেন।

(খ) প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(২) জাতীয় পরিষদ কিংবা কোন রাজ্য পরিষদ বাতিল বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে না।

(৩) অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগত যোগ্যতার আওতার মধ্যে অভিন্যান্স জারী করে কোন বিষয়ে আইন তৈরী করতে পারেন।

৯। (১) প্রারম্ভিক দিন থেকে প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদগুলো রাজ্যপরিষদ হিসেবে কাজ করবে।

(২) অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে এই ঘোষণাপত্র অনুসারে একটি রাজ্য সরকারও একটি রাজ্য আইন পরিষদ কাজ করবে।

১০। (১) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ তফশীলে উল্লিখিত কোন কিছুর ব্যাপারে সমগ্র পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের যে কোন অংশের জন্যে আইন (অঞ্চল-বহির্ভূত বিষয়ের আইনসহ) তৈরী করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে, এবং ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন বিষয়ে পশ্চিম রাজ্যের কোন রাজ্যের সর্বত্র কিংবা রাজ্যের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করার ক্ষমতাও থাকবে।

(২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ বিগত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তফশীল কিংবা এই ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নেই এমন কোন বিষয়ে ইসলামাবাদ ও ঢাকার রাজধানী এলাকার জন্যে আইন (তবে একচেটিয়া নয়) তৈরী করতে পারবেন।

১১। বাংলা দেশ রাজ্য আইন পরিষদ এই ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের বা রাজ্যের যে কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করতে পারবেন, এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজ্যের রাজ্য আইন পরিষদ বিগত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তফশীলে উল্লিখিত কোন বিষয় ছাড়া অন্য যে-কোন বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের কিংবা রাজ্যের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করতে পারবেন।

১২। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টারী দলের নেতার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট একজন রাজ্য গভর্নর নিযুক্ত করবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

১৩। (১) বাংলা দেশ রাজ্যের বেলায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন তৈরী করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে:—

(ক) পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা;

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য ছাড়া বৈদেশিক বিষয়;